ইসলাম প্রতিদিন

নিত্যপাঠ-০৩

ইসলাম এন্ড লাইফ

ISLAM AND LIFE

ইসলাম এস্টেট (৩য় তলা), ৫৫/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

+88 01708 43 41 95, +88 01818 64 65 75

info@ac.islamandlife.org, www.ac.islamandlife.org

get background at www.twitterevolutions.com

কুরআন

সূরা: আল কুরাইশ আয়াত: ০৪ অবতীর্ণ: মক্কা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

لِاِیۡلٰفِ قُرَیۡشٍ ۙ﴿١﴾ اٖلٰفِهِمۡ رِحۡلَۃَ الشِّتَآءِ وَ الصَّیۡفِ ۚ﴿٢﴾ فَلۡیَعۡبُدُوۡا رَبَّ هٰذَا
الۡبَیۡتِ ۙ﴿٣﴾ الَّذِیۡۤ اَطۡعَمَهُمۡ مِّنۡ جُوۡعٍ ۬ۙ وَّ اٰمَنَهُمۡ مِّنۡ خَوۡفٍ ﴿٤﴾

উচ্চারণ: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। লি'ইলাফি কুরাইশ। ঈলাফিম রিহলাতাস সিতা'ই ওয়াস সাইফ। ফাল ইয়া'বুদু রাব্বা হাজাল বাইত। আল্লাজি আতআমাহুম মিন জু'ইও ওয়া আমানাহুম মিন খাওফ।

অর্থ: ১। যেহেতু কুরাইশের চিরাচরিত অভ্যাস আছে। ২. তাদের আসক্তি আছে শীত ও গ্রীষ্মে সফরের ৩. অতএব, তারা ইবাদাত করুক এ ঘরের রবের, ৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় খাদ্য দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

হাদিস

কিতাব: রিয়াজুসসালিহিন   হাদিস নং: ১৩

وعَـنْ أبــي هُرَيْــرَةَ رضــي الله عنــه قــال : ســمِعتُ
رســول الله صَلّــى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم يَقُــولُ : » واللَّه إِنِّيلأَسْـتَغْفرُ
الله ، وَأَتُــوبُ إِلِيْــه ، فــي اليَــوْمِ ، أَآثــر مِــنْ سَــبْعِين مــرَّةً « رواه
البخاري .

অর্থ:

১/১৪। আবূ হুরাইরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, “আল্লাহর কসম! আমি প্রত্যহ ৭০ বারের অধিক আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা ও তওবা করি।”

সহীহুল বুখারী ৬৩০৭, তিরমিযী ৩২৫৯, ইবনু মাজাহ ৩৮১৬, আহমাদ ৭৭৩৪, ৮২৮৮, ৯৫১৫

ফিকাহ

কিতাব: আহকামে জিন্দেগী   অধ্যায় : ইবাদাত   বিষয়: শরীয়তের পরিভাষা

মুস্তাহ্ছান: যাকে কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে পূর্ববর্তী পরবর্তী উলামায়ে কেরাম ভালো মনে করেছেন।

মুস্তাহাব: যা রাসূল সা. ও সাহাবীগণ করেছেন কিন্তু সবসময় করেন নাই, কোন কোন সময় করেছেন। এটা করলে ছাওয়াব আছে না করলে গুনাহ নাই। মুস্তাহাবকে নফল এবং মানদুব ও বলা হয়।

হালাল: শরীআতের দৃষ্টিতে যেসব বস্তু ব্যবহার করা বৈধ তাকে হালাল বলা হয়। জায়েজ ও হালাল সমার্থবোধক।

হারাম: হারাম হল ফরযের বিপরীত অর্থাৎ, যা নিষিদ্ধ হওয়াটা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। হারামকে হালাল মনে করলে কাফের হয়ে যায় আর বিনা ওজরে হারাম কাজ করলে কাফের হয় না তবে ফাসেক হয়ে যায়। হারাম কাজ বর্জন করা ফরয। নাজায়েজ ও হারাম সমার্থবোধক।